# অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন

গত ২৪ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব সফর রাজ হোসেনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মিশন সমাপনী সভা। বামদিকে এডিবি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের সদস্যবৃন্দ (মিশন নেতা মিসেস ইয়াসমিন সাদিয়া সিদ্দিকী, সভাপতির ডানদিকে এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান সভাপতির বামদিকে)।

বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের পিপিটিএ এর করণীয় নির্ধারণে গত ১৪-১৫ অক্টোবর সময়ে চার সদস্য-বিশিষ্ট ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন প্রেরণ করে। মিসেস ইয়াসমিন সাদিয়া সিদ্দিকী (পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ও মিশন নেতা), মিঃ প্লামেন রোজাকভ (পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ), জনাব জহির উদ্দিন আহমদ (প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, এডিবি, বিআরএম) এবং মিসেস ফেরদৌসী সুলতানা (সামাজিক উন্নয়ন ও জেন্ডার উন্নয়ন কর্মকর্তা, এডিবি, বিআরএম) মিশন সদস্য হিসেবে কাজ করেন। কাজ শেষে মিশন গত ২৪ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত সমাপণী সভার নির্দেশনার আলোকে তাদের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মতৎপরতা জোরদারকরণ, উপ-প্রকল্পের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের নিবিড় অংশগ্রহণমূলক বিষয়াদি, দারিদ্র্যহ্রাসকরণের প্রেক্ষাপটে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা জোরদার করা সংক্রান্ত বিষয়াদি পিপিটিএ এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ৪০০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে সমীক্ষা পরিচালনায় অর্থের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে এ পিপিটিএ মার্চ ২০০৮ থেকে কাজ শুরু করেছে।

মিশন এ সময়ে নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট ও সিরাজগঞ্জের কিছু উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে মিশন সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলোর সাথে মত বিনিময় করে। এছাড়াও, মিশন বাংলাদেশস্থ জাপান ব্যাংক (JBIC), নেদারল্যান্ড দূতাবাস, বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে।

## ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত

*প্রথম পৃষ্ঠার পর*

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন ও দারিদ্র্য বিমোচন। সে লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর অঞ্চলের সর্বমোট ১৫টি জেলায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, সেচ, পানি নিষ্কাশন ও পানি সংরক্ষণমূলক প্রায় ২১৫টি উপ-প্রকল্প গৃহীত হবে। একই সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও বাস্তবায়নকারী সরকারী-বেসরকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমও প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হবে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, সিলেট ও ফরিদপুরে প্রকল্পের পরিচিতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আশা করা যায়, অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ উন্নয়নে পরিবেশ বান্ধব এই প্রকল্পটি ২০১২-১৩ অর্থ বছরের মধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে বিপুল অবদান রাখবে।

## দৃষ্টি আকর্ষন

**পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য সম্পাদকের দপ্তরে পাঠান।**

সম্পাদক : মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটওয়ারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট। এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্স : ৯১৩২০৬১, ই-মেইল : gmpatwary@yahoo.com , মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত।

PANI SAMPAD BARTA

ISSN = 1607-9841

এলজিইডি

# পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ২৩-২৪, অক্টোবর ০৭ - মার্চ ০৮
ISSUE 23-24, October 07 - MARCH 08

# জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত

জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান: বাম থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, জেবিআইসি চীফ রিপ্রেজেনটেটিভ মিঃ ইয়াসুও ফুজিতা, বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত মিঃ মাসাইউকি ইনোউয়ে।

গত ১১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের মধ্যে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় এবং জাপান সরকারের পক্ষে জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (JBIC) এর ঢাকাস্থ চীফ রিপ্রেজেনটেটিভ মিঃ ইয়াসুও ফুজিতা এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, মূল ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত মিঃ মাসাইউকি ইনোউয়ে এবং জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় নিজ নিজ সরকারের পক্ষে এক্সচেঞ্জ অব নোটস (Exchange of Notes) স্বাক্ষর করেন।

চুক্তির শর্ত মোতাবেক মোট তিনটি প্রকল্পের জন্য (JBIC) এর মাধ্যমে জাপান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে ২১০০ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। তিনটি প্রকল্পের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের "ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের" জন্য ঋণ সহায়তা বাবদ ৩৩৬ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৫৪ কোটি টাকার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ১১৮ কোটি টাকা।

*শেষের পাতায় দেখুন*

## আমরা শোকাহত

গত ১৫ নভেম্বর ২০০৭, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এর আঘাতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জান-মালের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিভিন্ন পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর অনেক সদস্যের প্রাণহানি ঘটে। প্রাণহানীর ঘটনায় আমরা এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করছি ও নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করাসহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

## অন্যান্য পাতায়

* শোক সংবাদ * পারিবারিক তথ্য কার্ড পূরণ * জেলা উন্নয়ন কমিটির সভা * উপ-প্রকল্প হস্তান্তর চিত্র * বর্ষা পরবর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদন * পাবসস বিষয়ক প্রশিক্ষণ * দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ * গোমরা বিল উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠন * কৃষি অধিদপ্তরের সহযোগিতা * সিডর-এ ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সহযোগিতা * কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন * গোমরা বিলে মৎস্য চাষ * ম্যানিলার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মহিলা সদস্যের অংশগ্রহণ * চুয়াডাঙ্গা সিডর এলাকায় ত্রাণতৎপরতা * ট্রাস্টের বাস্তবায়ন অগ্রগতি * প্রথম পর্যায় পাবসস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ * পাবসস দারিদ্র্য হ্রাসকরণ সভা * পাবসস জলমহাল ইজারা * এমইপি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি * পাবসস পরিদর্শন * পাবসস বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর * কাশাদহ অফিস ঘর উদ্বোধন * পুনর্বাসন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু * নবগঙ্গা বার্ষিক সাধারণ সভা * পাবসসের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি বিষয়ক চতুর্থ ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা * উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের উপর বিজ্ঞান মেলা।

## অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা পত্র অনুস্বাক্ষরিত

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম-সচিব মিসেস মনোয়ারা বেগম এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম (মাঝখানে উপবিষ্ট) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের টিএ পত্রে অনুস্বাক্ষর করেন।

বিগত ২৮ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" প্রণয়নের জন্য প্রস্তাবিত টিএ পত্রে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম-সচিব মিসেস মনোয়ারা বেগম এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর পক্ষে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম অনুস্বাক্ষর করেন। ইতোপূর্বে এডিবি প্রস্তাবিত টিএ পত্র বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন লাভ করে। টিএ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে জাপান সরকার ৬.০০ লক্ষ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করবে। "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" প্রণয়নে অতিসত্ত্বর প্রয়োজনীয় পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হবে।

এ প্রসংগে উল্লেখ্য, স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ ও জীব বৈচিত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" প্রণয়ন করা হবে। প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থে এ বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় আনুমানিক ৪০০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। আশা করা যায়, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এ বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিকাংশ অর্থের যোগান দিবে।

## বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের মত বিনিময়

অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থিত জনাব মোঃ শহীদুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, জনাব এইচ এস মোজাদ্দাদ ফারুক, মহাপরিচালক, বিডব্লিউডিবি, জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ লোকমান হাকিম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, জনাব মোঃ আবুলকালাম আজাদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, জনাব জালাল উদ্দিন মোঃ আব্দুল হাই, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক সেমিনার গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখ আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। পানি সম্পদ সেক্টরে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা দীর্ঘ দিনের। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান "ওয়াপদার"র যাত্রা শুরু। অপরদিকে বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়ার্কস প্রোগ্রামের আওতায় থানা সেচ কর্মসূচির যাত্রা শুরু। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজের ধারাবাহিকতায় আজ এলজিইডি দেশব্যাপী ১০০০ হেক্টর পর্যন্ত উপকৃত এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত। যাত্রা থেকে অদ্যাবধি পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করে অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ সেক্টরের কর্মকান্ড এখন অধিকতর স্থিতিশীল। অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারের "অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন" পরিমার্জিনের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর নীবিড় তত্ত্বাবধানে জাতীয় টাস্কফোর্স নিয়মিত বিষয়টি পরিবীক্ষণ করছে। পানি সম্পদ সেক্টরে মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করছেন তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মাঠ কর্মীগণ সার্বিক দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে। এতদ্বিষয়ে মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সরকারী অর্থের সদ্ব্যবহারের স্বার্থে এ সেক্টরে দ্বৈততা ও অধিক্রমনের সম্ভাবনা পরিহারে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তা'ছাড়াও, উন্নয়নের স্বার্থে এ সেক্টরে সকল এ্যাক্টরের মধ্যে তথ্য-উপাত্তের অবাধ আদান প্রদান ও সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। পানি সম্পদ সেক্টরে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান জানা না থাকার কারণে, এ সমঝোতা স্মারকের ব্যবহার বহুলাংশে সীমিত রয়ে গেছে। সেমিনারে সমঝোতা স্মারকের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও খোলা-মেলা আলোচনা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শহীদুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব এইচ এস মোজাদ্দাদ ফারুক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। সেমিনারে এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ের এলজিইডি'র ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



## বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে এলজিইডি'র সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান (মাঝে-বামে) এবং বিএমডিএ'র নির্বাহী পরিচালক জনাব এস এম আব্দুল মান্নান (মাঝে-ডানে) স্বাক্ষরের পর সমঝোতা স্মারক বিনিময় করছেন।

গত ১৭ মার্চ ২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং আনুসঙ্গিক বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্বৈততা (Duplication) ও অধিক্রমণ (Overlaping) পরিহার, তথ্য/উপাত্ত আদান-প্রদান, দ্বন্দ্ব নিরসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা প্রদানে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরের পর তাৎক্ষনিকভাবে এ সমঝোতা স্মারক কার্যকর হয়েছে এবং এর কার্যকারিতা রহিতকরণ অবধি বলবৎ থাকবে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান এবং বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব এস এম আব্দুল মান্নান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

## ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

এলজিইডি'র আওতায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি নামে একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ২৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১০ সাল পর্যন্ত। প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত নির্ধারিত ১০২টি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন কাজে অর্থ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে পুরাতন উপ-প্রকল্পগুলো আরও কার্যকরী ও টেকসই হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে প্রায় ১ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

## উপ-প্রকল্প হস্তান্তর চিত্র

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৬২টি উপ-প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে এবং আরও ২৩টি উপ-প্রকল্প শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। ইতোমধ্যে ৩৮টি বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প পাবসসের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত জেলাওয়ারী হস্তান্তরিত উপ-প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হ'ল।

| জেলা | সংখ্যা | হস্তান্তরের সন |
|---|---|---|
| বরিশাল | ২ | ২০০৬ |
| ভোলা | ৪ | ২০০৭ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১ | ২০০৭ |
| চাপাই নবাবগঞ্জ | ৩ | ২০০৬ ও ২০০৮ |
| চট্টগ্রাম | ১ | ২০০৬ |
| কক্সবাজার | ৩ | ২০০৬ ও ২০০৭ |
| ঢাকা | ১ | ২০০৭ |
| হবিগঞ্জ | ১ | ২০০৭ |
| ঝালকাঠি | ২ | ২০০৬ ও ২০০৭, |
| জয়পুরহাট | ২ | ২০০৬ ও ২০০৭ |
| লালমনিরহাট | ১ | ২০০৬ |
| মানিকগঞ্জ | ১ | ২০০৭ |
| মেহেরপুর | ২ | ২০০৬ |
| ময়মনসিংহ | ২ | ২০০৭ |
| নওগাঁ | ১ | ২০০৭ |
| নড়াইল | ২ | ২০০৭ |
| নরসিংদী | ২ | ২০০৭, ২০০৮ |
| নেত্রকোনা | ৩ | ২০০৭ ও ২০০৮ |
| পঞ্চগড় | ১ | ২০০৬ |
| পিরোজপুর | ১ | ২০০৭ |
| রাজবাড়ী | ২ | ২০০৬ ও ২০০৭ |
| রাজশাহী | ২ | ২০০৭ |
| কুড়িগ্রাম | ২ | ২০০৭ ও ২০০৮ |
| বগুড়া | ১ | ২০০৮ |
| কুমিল্লা | ১ | ২০০৮ |
| ফরিদপুর | ১ | ২০০৮ |
| খুলনা | ১ | ২০০৮ |
| সুনামগঞ্জ | ১ | ২০০৮ |
| মোট | ৪৭টি | |

রাজশাহী জেলার হাতিশাইল-ঘৃতকাঞ্চন উপ-প্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠানের চিত্র।

## হস্তান্তরিত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পগুলোর পর্যালোচনা সভা

আইডব্লিউআরএম ইউনিট কর্তৃক রাবার ড্যামসহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের এবং হস্তান্তরিত উপ-প্রকল্পসমূহের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্য বিভিন্ন জেলায় আলোচনা সভা শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত এসএসডব্লিউ-১ এর ১৯৮ ও এসএসডব্লিউ-২ এর ২০টি হস্তান্তরিত উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার সময় দেখা যায় যে, প্রথম পর্যায়ের প্রায় ৪০টি উপ-প্রকল্পের পাবসসে ঠিক সময়ে নির্বাচন হয়নি। কয়েকটি প্রকল্পে এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কমিটির কোন অস্তিত্ব নেই। এ সমস্ত পাবসসে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে যাতে করে উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম জোরদার হয়।

আলোচনার সময় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা এবং পাবসস প্রতিনিধি সিডর বয়ে যাওয়া এলাকায় অবকাঠামোর ভয়াবহ ক্ষতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বিশেষতঃ বরগুনা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালীতে অবকাঠামো অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেচ অবকাঠামোর জরুরী তহবিল থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই সমস্ত এলাকায় বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছু কিছু উপ-প্রকল্পে পাবসস কর্তৃক পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

## বাংলাবাজার উপ-প্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠান

সুনামগঞ্জ জেলায় দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় গত ৯ মার্চ দোয়ারা বাজার উপজেলার বাংলাবাজার পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে বাংলাবাজার উপ-প্রকল্পের হস্তান্তর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এলজিইডি ও সমিতির যৌথ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব বিপুল চন্দ্র বনিক ও এলজিইডি'র সোসিও ইকোনমিষ্ট জনাব মোঃ মিজান সরকার। ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা সমবায় অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলী, পাবসসের সভাপতি, সহসভাপতি ও কৃষি উপ-কমিটির সভাপতিসহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার উপজেলার অধীন বাংলাবাজার উপ-প্রকল্পের হস্তান্তর অনুষ্ঠান।

## হক নগর পাবসস এর বিজয় মেলা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার উপজেলাধীন বাঁশতলা স্মৃতিসৌধ মাঠে বিজয় দিবস উপলক্ষে হকনগর পাবসস এর উদ্যোগে বিজয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলা হকনগর পাবসস মঞ্চ নাটক পরিবেশন করে। নাটকের নাম পাবসসের মাধ্যমে মহাজনীপ্রথা বিলুপ্ত ও দারিদ্র্য বিমোচন।

সুনামগঞ্জ জেলার বাংলাবাজার উপজেলাধীন হকনগর পাবসস বিজয় মেলা অনুষ্ঠান

## রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প হালুয়া ঘাটের কৃষকদের ভাগ্য বদলে দিয়েছে

যে জমি ছিল এক সময় অনাবাদি। সেই জমি এখন সবুজে-সবুজে ভরে গেছে। আবাদ করা হচ্ছে ধান, গম, শাকসবজিসহ নানা ধরণের ফসল। আর এটি সম্ভব হয়েছে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার গাজীর ভিটা ইউনিয়নে রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য। এখানে শত শত একর অনাবাদি বোরো জমি এখন আবাদ করা হচ্ছে। কৃষকরা এর সুফল পেতে শুরু করেছে। কৃষি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে রাবার ড্যাম প্রকল্পের পানি ব্যবহার করতে পেরে কৃষক বেজায় খুশী। প্রকল্পের কারণে প্রতি বছর ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যুৎ, ডিজেল ছাড়াই ভূ-উপরিভাগের পানি সংরক্ষণ ও এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্থাপন করা হয় রাবার ড্যাম। ভারতের গারো পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি দিয়ে এখন কৃষিকাজ, গৃহস্থালী, গোসলসহ সবধরণের কাজ করছে কৃষকরা। এলজিইডি ময়মনসিংহের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ জানান এ প্রকল্প এলাকায় ডিপ টিউবওয়েল কিংবা অন্য কোন উপায়ে সেচ দেয়া সম্ভব নয় বিধায় ভূ-উপরিভাগের পানি সংরক্ষণ ও এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। কৃষকরা এর সুফল পেতে শুরু করেছে। কৃষকের মুখে হাসি ফোটাতে হালুয়াঘাটের মতো ময়মনসিংহ জেলার অন্যস্থানেও ছড়িয়ে দেয়া হউক এ প্রকল্পের কাজ। এ দাবি সংশ্লিষ্টদের।

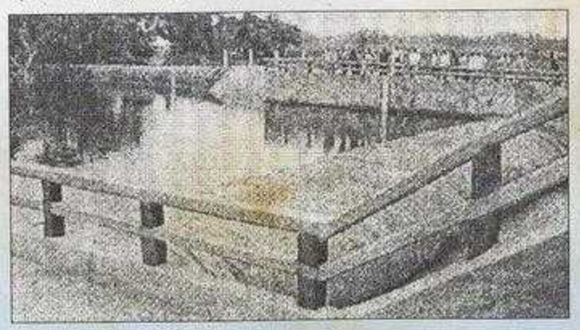

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়া ঘাট উপজেলার বোরাঘাট রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প



## পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তঃ এগিয়ে যাচ্ছে গোমরা বিল পাবসস লিঃ

মেহেরপুর জেলার পিরোজপুর ইউনিয়নে গোমরা বিল সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের দৃঢ় প্রত্যয় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে গোমরা বিল পানি নিষ্কাশন ও সেচ উপ-প্রকল্প। এখানে দীর্ঘকাল ধরে নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় বিলে বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত জলাবদ্ধতা যেমন ফসলের ক্ষতি করতো তেমনি মৌসুম শেষে পানি নেমে গিয়ে রবি ফসলের জন্য প্রয়োজনের সময় আর সেচের কোন পানিই পাওয়া যেত না। শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই খাল, বিল ও জলাভূমিতে পানি শুকিয়ে যেত এবং বোরো ও রবি ফসল সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি/নলকূপের উপর সেচ ব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্থানীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এলজিইডি'র দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় গোমরা বিল এফএমডি উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

উপ-প্রকল্পের যথারীতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে এলাকার সুবিধাভোগীগণ গোমরা বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এলাকার পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

গোমরা বিল পাবসসের সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত সদস্য/সদস্যাদের একাংশ।

৮৪০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট গোমরা বিল উপ-প্রকল্পটিতে আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ ৭৩১ হেক্টর। উপ-প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী মোট পরিবারের সংখ্যা ১০৭৫টি এবং এর মধ্যে উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ৪৪৫টি। এ সকল পরিবার থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭৮১ জন (পুরুষ ৬০৬ জন ও মহিলা ১৭৫ জন) পাবসস-এ সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। বিগত ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে বাস্তবায়ন চুক্তি সম্পাদনের পর সদস্য সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সমিতির মোট মূলধনের পরিমাণ ৬,৪৬,৬২৬ টাকা। তন্মধ্যে শেয়ারের মূল্যমান ২,৭৯,৩৯০ টাকা ও সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩,৬৭,২৩৬ টাকা। পাবসস ইতোমধ্যে ১২ শতক জমি খরিদ করে সেখানে এলজিইডি থেকে এসএসডব্লিউআরডিএসপি-২ প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় একটি আধা পাকা ওএন্ডএম শেড নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও স্থানীয় পর্যায়ে লাভজনক কিছু ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে পাবসস-এর আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের তৎপরতা বেশ চোখে পড়ার মত। অদ্যাবধি ক্ষুদ্র ঋণে বিনিয়োগের পরিমাণ দাড়িয়েছে মোট ৯,৬৯,০০০ টাকা (ক্রমঃপুঞ্জিভূত) তন্মোধ্যে হাট ইজারা ব্যবদ বিনিয়োগ করা হয়েছে ৪৩,০০০ টাকা। মৎস্য চাষে বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৮২,০৭৩ টাকা। এ সকল বিনিয়োগ থেকে আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য চাষই শীর্ষে। এ পর্যন্ত মৎস্য খাত থেকে পাবসস লাভ করেছে ২,৫০,০০০ টাকা; বাজার ইজারা থেকে ৭,১০০ টাকা এবং ক্ষুদ্রঋণ থেকে ৯১,১৬৫ টাকা। পাবসস-এর দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য রয়েছে নিজস্ব কর্মচারী। বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন হিসাবরক্ষক ও দুইজন আদায়কারী সার্বক্ষণিক ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে।

মেহেরপুরস্থ এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর সময়োপযোগী তদারকীর ফলে গোমরা বিল পাবসস তথা জেলার ক্ষুদ্র পানি সম্পদ কার্যক্রম যথেষ্ট বেগবান হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সমাজ বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর ও ব্যবস্থাপনা কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টায় গোমরা বিল পাবসস-এর এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাবসস কর্মকান্ডে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রায়শঃ নতুন নতুন সদস্য পাবসস-এ যোগ দিচ্ছে। এদের অধিকাংশই মহিলা সদস্য। মাসিক সঞ্চয় আমানত নিয়মিত জমা দেয়া, ঋণ কিস্তি পরিশোধ ও সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিতির ক্ষেত্রে পাবসস সদস্যগণ এক বিশেষ নজীর স্থাপন করেছে। পাবসস থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধাও এলাকায় বেশ কর্ম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ঝামেলা বিহীন ও সহজ শর্তের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করায় সদস্যগণ খুবই উপকৃত হচ্ছে। কৃষি উৎপাদন, মৎস্যচাষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ বিভিন্ন ধরণের আর্থিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের জন্য সদস্যগণ পাবসস থেকে ঋণ সুবিধা পাচ্ছে। এ পর্যন্ত পাবসস ক্ষুদ্রঋণ থেকে মুনাফা অর্জন করেছে ৯১,১৬৫ টাকা, যার মধ্যে ৪০,০০০ টাকা সমিতির সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি অত্যন্ত দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এখন থেকেই নিয়মিতভাবে অর্থ যোগানে তৎপর। উপ-প্রকল্প অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বেই ১২ শর্ত পূরণের অংশ হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ খাতে মোট ১,০৩,৯০০ লক্ষ টাকা এফডিআর করা হয়েছে। অধিকন্তু, পাবসস সদস্যগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে মাসিক সঞ্চয় আমানতের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠনের জন্যও কিছু অর্থ জমা দেয়; একইভাবে নতুন ভর্তি ইচ্ছুক সদস্যগণও এই খাতে অনুদান হিসাবে এককালীন কিছু টাকা প্রদান করে। বিভিন্ন বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের একটি অংশ রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে জমা করা হচ্ছে। এই সমুদয় অর্থ পৃথক একটি ব্যাংক হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে জমা হয়েছে। উপ-প্রকল্পের ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এখন থেকেই এ ভাবে তহবিল গঠনে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা খুবই প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। অন্যান্য পাবসসগুলোও এ থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে।

# পাবসস বরাবরে জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত

## ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে ২০০২ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক প্রসঙ্গে

ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে ২০০২ সনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপণ জারী হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন জেলার পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহ (পাবসস) প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নকৃত জলাভূমির ইজারা/বন্দোবস্ত পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি সবার অবগতির জন্য পুনঃমুদ্রণ করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৭।

নং ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ-৪৯/২০০২-৫১১ তারিখ: ৩০/১০/২০০২ইং

**প্রজ্ঞাপন**

গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে গত ৭ অক্টোবর'২০০২ তারিখে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প-এর মাধ্যমে উন্নীত/উন্নয়নাধীন জলমহালসমূহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) বরাবর ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য সরকার নিম্নেবর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করলেন।

**উপজেলা পর্যায়ের কমিটি**

(ক) ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ পাবসস-এর অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানের প্রস্তাবসমূহ নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিবেচনা করবেনঃ

(১) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা - সভাপতি
(২) সহকারী কমিশনার (ভূমি) - সদস্য
(৩) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা - সদস্য
(৪) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা - সদস্য
(৫) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা - সদস্য
(৬) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা - সদস্য
(৭) উপজেলা প্রকৌশলী - সদস্য সচিব

(খ) উপজেলা পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

(১) কমিটি প্রস্তাবিত জলমহালসমূহ সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত পাবসস এর অনুকূলে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণ ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদী (নবায়নযোগ্য) বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(২) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান জলাশয়সমূহের ব্যাপারে কমিটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে পাবসস এর নিকট ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(৩) প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে উন্নীত জলমহাল (যে সকল জলমহাল ইতোপূর্বে কখনও ইজারা দেয়া হয়নি) এর ক্ষেত্রে কমিটি জলমহালের প্রকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রথমবারের মত ইজারা মূল্য নির্ধারণ করবে। পরবর্তী মেয়াদের জন্য এই ইজারা মূল্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত হবে।

(৪) কমিটি প্রয়োজন মোতাবেক বৈঠকে মিলিত হবে।

**জেলা পর্যায়ের কমিটি**

(ক) ২০ একরের উর্ধ্বে আয়তন বিশিষ্ট জলমহাল ইজারা প্রদানের প্রস্তাবসমূহ নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিবেচনা করবেন -

(১) জেলা প্রশাসক - সভাপতি
(২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) - সদস্য
(৩) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর - সদস্য
(৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য
(৫) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা - সদস্য
(৬) জেলা সমবায় কর্মকর্তা - সদস্য
(৭) উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর - সদস্য
(৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি - সদস্য সচিব

(খ) জেলা পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

(১) কমিটি প্রস্তাবিত জলমহালসমূহ সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধকৃত পাবসস এর অনুকূলে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণ ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদী (নবায়নযোগ্য) বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(২) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান জলাশয়সমূহের ব্যাপারে কমিটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে পাবসস এর নিকট ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(৩) প্রকল্পে আওতায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে উন্নীত জলমহাল (যে সকল জলমহাল ইতোপূর্বে কখনও ইজারা দেয়া হয়নি) এর ক্ষেত্রে কমিটি জলমহালের প্রকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রথমবারের মত ইজারা মূল্য নির্ধারণ করবে। পরবর্তী মেয়াদের জন্য এই ইজারা মূল্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত হবে।

(৪) কমিটি প্রয়োজন মোতাবেক বৈঠকে মিলিত হবে।

**আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি**

(ক) নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সমঝোতা স্মারক মোতাবেক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতাধীন জলমহালসমূহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন মনিটর করবেন।

(১) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয় - আহ্বায়ক
(২) উপ-সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
(৩) উপ-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় - সদস্য
(৪) উপ-সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় - সদস্য
(৫) উপ-সচিব, (সায়রাত), ভূমি মন্ত্রণালয় - সদস্য
(৬) উপ-প্রধান, ভূমি মন্ত্রণালয় - সদস্য
(৭) যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর - সদস্য
(৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি সম্পদ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি - সদস্য-সচিব

(খ) আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবেঃ

(১) ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতাভুক্ত জলমহাল সমূহের বন্দোবস্ত যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে, প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন করবে এবং নিয়মিত সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট রিপোর্ট দাখিল করবে।



(২) প্রকল্পের আওতাভুক্ত জলমহালসমূহের আয় ও উৎপাদন সম্পর্কে পর্যালোচনা করবে এবং সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(৩) প্রকল্পের আওতাভুক্ত জলমহালসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট যে কোন প্রস্তাব বা সুপারিশ পেশ করবে।

(৪) সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান "সরকারী জলমহাল, বালু মহাল ও পাথর মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা" এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক/সংশোধন/পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট প্রস্তাব পেশ করবে।

(৫) কমিটি প্রতি ছয় মাসে অন্ততঃ একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

(৬) কমিটি প্রয়োজনবোধে অপর যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপট করতে পারবে।

৫। সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সাথে আলোচনাক্রমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের আওতাধীন উপ-প্রকল্প এলাকাস্থ জলমহালসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং পাবসস এর অনুকূলে বন্দোবস্তের লক্ষ্যে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা পর্যায়ের কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন এবং ২০ একরের উর্ধ্বে আয়তন বিশিষ্ট জলমহালসমূহের বিবরণ এলজিইডি'র জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই পূর্বক পাবসস এর অনুকূলে জলমহালসমূহ ইজারা প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ের কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন।

৬। উপজেলা পর্যায়ের কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা পর্যায়ের কমিটি সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক পাবসস এর অনুকূলে জলমহালসমূহ ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদের জন্য (নবায়নযোগ্য) ইজারা প্রদান করবেন। তবে ইতোপূর্বে প্রদত্ত জলমহালসমূহের ইজারা নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৭। ইজারা গ্রহীতা পাবসস ধার্যকৃত ইজারা মূল্য প্রতি বছর যথানিয়মে বন্দোবস্ত প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে "জলমহাল ও পুকুর ইজারা (১/৪৬৩৪/০০০০/১২৬১) ভূমি রাজস্ব জলমহাল হতে আয়" খাতে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন।

৮। ইজারা গ্রহীতা (পাবসস) ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২০ একরের উর্ধ্বে আয়তন বিশিষ্ট জলমহালসমূহের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ইজারা গ্রহীতাকে কারণ দর্শানো সাপেক্ষে বাতিল করতে পারবেন।

৯। ইজারা নবায়ন করা না হলে ইজারার মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২০ একরের উর্ধ্বে আয়তন বিশিষ্ট জলমহালসমূহের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণে পরবর্তী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন।

১০। ইজারা গ্রহীতা (পাবসস) বন্দোবস্ত জলমহাল প্রকল্প বহির্ভূত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২০ একরের উর্ধ্বে আয়তন বিশিষ্ট জলমহালসমূহের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করতে পারবেন।

১১। ইজারা গ্রহীতা (পাবসস) সৃষ্ট/উন্নীত জলাশয়সমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে এবং জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন ও তা সংরক্ষণ করবেন।

১২। ইজারা গ্রহীতা (পাবসস) বন্দোবস্তকৃত জলাশয় পানি নিষ্কাশন ও পানি সংরক্ষণসহ বন্যা ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। তবে জনসাধারণ গার্হস্থ্য প্রয়োজনে জলমহালসমূহের পানি ব্যবহার করতে পারবে।

১৩। এই আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হল এবং ইহা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাক্ষরিত
(শরীফ তৈয়বুর রহমান)
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

সরকার ইতোমধ্যে সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৫ জারী করেছে। এ নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে যেসকল জলমহাল (ক) মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় (খ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (গ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও (ঘ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ন্যস্ত করা হবে সে সকল জলমহালের ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করবেন।"

## নিশানবাড়ী বেলনা পাবসসের সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি (এমইপি) অনুষ্ঠিত

গত ৩১ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন নিশানবাড়ী বেলনা পাবসসের সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এক দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে পাবসসের অফিস পরিচালনা পদ্ধতি, কর্মচারীর দায়িত্ব, নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, সদস্য বৃদ্ধি, সঞ্চয় আদায়, ঋণ আদায়, খাতা-পত্র হালনাগাদ করা, অডিট ও নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

নিশানবাড়ী বেলনা পাবসস সদস্যদের শিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানের দৃশ্য।

## পাবসস পরিদর্শন

বিগত ৫ নভেম্বর ১১টি দেশের ৬০ জন প্রতিনিধি এলজিইডি'র আওতাধীন দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন কাশাদহ পাবসস পরিদর্শন করেন। স্টাডি ট্যুরের অংশ হিসেবে তারা কাশাদহ পাবসস পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন প্রকল্প পরিচালক, এসএসডব্লিউআরডিএসপি-২, প্রকল্প পরিচালক আরআইআইপি-২, প্রকল্প পরিচালক এসটিআইডিপি-২, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ। এছাড়াও ছিলেন এলজিইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ। নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত প্রকল্পের মডেল ব্যাখ্যা করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ পাবসস এর মহিলা সদস্যদের সাথে পাবসস-এর কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন। প্রতিনিধিগণ মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অনুপ্রাণিত হন।

কাশাদহ পাবসস এর মডেল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বুঝাচ্ছেন সেক্রেটারী মোঃ ফজলুল হক। পাশে দাড়ানো নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি মানিকগঞ্জ ও বিদেশী মেহমানবৃন্দ।

### সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন শিয়ালমারা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর সাথে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত।

গত ১২ ডিসেম্বর শিয়ালমারা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। পাবসস-এর মোট খানা সংখ্যা ৫৮০টি, উপকারভোগী খানা ৩৪০টি থেকে মোট সদস্য সংখ্যা ৪৪০ জন। সদস্যগণের শেয়ার ও সঞ্চয় থেকে ৩১,৬০০ টাকা আদায় হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব বিপুল চন্দ্র বণিক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশলসহ পাবসস এর কার্যক্রম বর্ণনা করেন।

ডান থেকে জনাব মোঃ শাহবাজ (তফাজ্জল) সহ-সভাপতি পাবসস; জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী প্রকল্প; জনাব মোঃ মিজান সরকার, সোসিও-ইকোনমিষ্ট প্রকল্প; জনাব বিপুল চন্দ্র বণিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি; জনাব মোঃ জহিরুল হক, জেলা সমবায় অফিসার; জনাব কফিল উদ্দিন, সম্পাদক পাবসস।

## কাশাদহ পাবসস এর অফিস ঘর উদ্বোধন

কাশাদহ পাবসসের বার্ষিক সাধারণ সভায় মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও যৌথ বাহিনীর কমান্ডারসহ শিবালয় উপজেলার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ৩ নভেম্বর এলজিইডি'র অধীন দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন কাশাদহ উপ-প্রকল্পের পাবসস এর অফিস ঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আতাউর রহমান, জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যৌথ বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কঃ জনাব মোঃ ফখরুল আহসান, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ ও জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবালয়; সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকৌশলী, শিবালয়, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিবালয় থানা, সহকারী প্রকৌশলী (প্রকল্প) মোঃ বদরুল আজম, সোসিও-ইকোনমিষ্ট মোঃ মতিয়ার রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাবসস সভাপতি জনাব মোঃ আখতার খান। অনুষ্ঠানে পাবসস এর কার্যক্রম সম্বন্ধে পাবসস সম্পাদক বক্তব্য প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক পাবসস এর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে এর সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। যৌথ বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার পাবসস এর অফিস ঘরের জন্য ১টি টিউবওয়েল প্রদানের আশ্বাস দেন।

## নবগঙ্গা পাবসস এর বার্ষিক সাধারণ সভা (২০০৬-২০০৭)

নবগঙ্গা খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, চুয়াডাঙ্গা এর বার্ষিক সাধারণ সভা (২০০৬-২০০৭) গত ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০ ঘটিকায় ঝিনাইদহ বাসষ্ট্যান্ড পাড়ায় সমিতির অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নির্বাহী কমিটির সদস্যসহ সাধারণ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।



## পারিবারিক তথ্য কার্ড পূরণ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার বালিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত মানুখালী খাল পাবসস এর অফিসে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পারিবারিক তথ্য কার্ড পূরণ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা জেলার মানুখালী খাল পাবসস সদস্যদের পারিবারিক তথ্য কার্ড পূরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডঃ তোফায়েল আহমেদ।

## রাজবাড়ী জেলা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে রাজবাড়ী জেলার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির সভা নির্বাহী প্রকৌশলীর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজবাড়ীর সভাকক্ষে জেলা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা প্রশাসক খাস জলাশয়সমূহ সংশ্লিষ্ট পাবসসের নামে ইজারা/বরাদ্দের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে আবেদন করে অনুলিপি তাঁর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ চেয়ারম্যানদের বলেন যে, নিয়মানুযায়ী যেন পাবসসকে জলাশয়সমূহের বরাদ্দ দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক কৃষকদের বলেন যে, সার বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে চলেছেন। ভেজাল সারের ব্যাপারে তিনি উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর জেলা পর্যায়ের উপস্থিত সকল কর্মকর্তা পাবসসকে স্ব-স্ব দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সভায় উপস্থিত সকল পাবসস এর প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে সেবা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

## ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ২০০৭-২০০৮ অর্থ বৎসরের উপ-প্রকল্পগুলোর বর্ষা পরবর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদন

প্রতি বৎসর বর্ষা পরবর্তী সময়ে প্রতিটি সমাপ্ত উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোগুলো ওএন্ডএম উপ-কমিটি কর্তৃক একক অথবা যৌথভাবে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হল, বর্ষায় কি ধরনের ও কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এবং সে ক্ষতি মেরামতের জন্য জরুরী সহায়তা প্রয়োজন আছে কিনা তা চিহ্নিত করা এবং বাৎসরিক বাজেট নিরূপণ করা।

২০০৭ সালে উপর্যুপরি বন্যা এবং পরবর্তীতে সিডরের কারণে উপ-প্রকল্পগুলোর অবকাঠামো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাঁধ ও কাঠামোর অনেক স্থানে মেরামতের প্রয়োজন হয় ও ড্রেনেজ খালে পলি জমা হয়ে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

২০০৭-২০০৮ সালের ওএন্ডএম প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ের ২৬৬টি এবং ২য় পর্যায়ের ৬০টি উপ-প্রকল্পে নির্ধারিত ফরমেট পাঠানো হয়। তাছাড়া, চারটি জেলায় রাবার ড্যাম প্রকল্পেও এই ফরমেট পাঠানো হয়। জরুরী ফান্ড যাতে যথা সময়ে পাঠানো যায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা হয় তার জন্য এবার অক্টোবরের মধ্যে এ ফরমেট পাঠানো হয়। এ ফরমেটগুলো পূরণ করে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছিল। ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ১ম পর্যায়ের ২২৫টি এবং ২য় পর্যায়ের ৪৪টি উপ-প্রকল্প থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।

এ পর্যন্ত মোট ৪৪টি উপ-প্রকল্পের ওএন্ডএম কমিটি এলজিইডি'র সাথে যৌথভাবে ২০০৭ সালের বর্ষা পরবর্তী পরিদর্শন শেষ করে প্রতিবেদন আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাঠিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে পিএমও দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে ২২৫টি উপ-প্রকল্পের বর্ষা পরবর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ওএন্ডএম প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বৎসর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। অর্থ যাতে তড়িৎ বরাদ্দ করা যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জরুরী তহবিল থেকে সিডর বিধ্বস্ত ১৩টি জেলায় ৩৯টি প্রকল্পে মোট ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যে বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিডর বিধ্বস্ত বরগুনা জেলার সদর উপজেলাধীন বালিয়াতলী পাবসসের অফিস ঘর।

## ফরিদপুর জেলার বিল গোবিন্দপুর পাবসস এর এডহক কমিটি গঠন

বৃহত্তর ময়মনসিংহ সিলেট ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার ডাঙ্গি ইউনিয়নের বিল গোবিন্দপুর উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরীর লক্ষ্যে গত ১২ ফেব্রুয়ারি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, ডাঙ্গি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সরদার সাইফুজ্জামান বুলবুল; সোসিও-ইকোনমিষ্ট, এসএসডব্লিউ-২; কমিউনিটি পার্টিসিপেশন কর্মকর্তা ও কৃষি ফ্যাসিলিটেটরসহ স্থানীয় উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন।

## ফরিদপুর জেলার ফলিয়ার বিল উপ-প্রকল্পের রামনগর খাল পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার ফলিয়ার বিল উপ-প্রকল্পের রামনগর খাল পুন:খননের কাজ গত ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোয়ালমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব অরুন চন্দ্র মহোত্তম, উপজেলা প্রকৌশলী বোয়ালমারী মোঃ রেজাউল করিম, সোসিও-ইকোনমিষ্ট সৈয়দ সালেহ ইসলাম, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব সহিদুল হক মন্টু, পাবসসের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

## ময়মনসিংহের তেখালা নৌধারা কাটাঝড়া পাবসস এর প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত

তেখালা নৌধারা কাটাঝড়া পাবসস লিমিটেড এর প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন অনুষ্ঠান।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার তেখালা নৌধারা কাটাঝড়া পাবসস লিঃ এর প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি গত ২৭ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয়। ১২ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটি ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রম জোরালোভাবে শুরু করেছে। তারা শেয়ার সঞ্চয়সহ মূলধন বৃদ্ধি ও সদস্য সংগ্রহের কাজে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অচিরেই সমিতি স্থানীয় অনুদান সংগ্রহসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

## শোক সংবাদ

গত ১৫ নভেম্বর ২০০৭, স্মরণকালের ভয়াবহ "ঘূর্ণিঝড় সিডর" এর আঘাতে বরগুনা জেলায় বেশী ক্ষতি হয়েছে। পাবসস এর অফিস ঘর এবং সদস্যদের বাড়ী-ঘর এমনকি কোড়ালিয়া ও বালিয়াতলী পাবসস লিঃ এর ১৪ জন সাধারণ সদস্যও নিহত হন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না এলাইহি রাজিউন)। তাদের অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।

নিহতদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

১) মোঃ মিন্টু মিয়া পিতা মতিয়ার রহমান, সদস্য নং-৫৭৮।
২) মোঃ আব্দুল্লাহ, পিতা মোঃ আল আমিন, সদস্য নং-৪০৫।
৩) মোঃ তরিকুল, পিতা মোঃ কবির হোসেন, সদস্য নং-৪৫৭।
৪) মোঃ ইব্রাহিম, পিতা মোঃ সিদ্দিক মিয়া, সদস্য নং-৫৯৯।
৫) আঃ রহমান নূর, পিতা সায়েদ, সদস্য নং-৩৮৮।
৬) মোঃ জহির, পিতা ইউসুফ মল্লিক, সদস্য নং-১২৯।
৭) মোসাঃ কুলসুম, স্বামী মোঃ রফিক হোসেন, সদস্য নং-৭৬৯
৮) মোসাঃ লীমা আক্তার, স্বামী মোঃ মজিবর রহমান, সদস্য নং-৩৯৪।
৯) মোসাঃ আমেনা আক্তার, স্বামী আনোয়ার হোসেন, সদস্য নং-৩৩৫।
১০) মোসাঃ মরিয়ম আক্তার, স্বামী আঃ কাদের গাজী, সদস্য নং-৫৪৪।
১১) মোসাঃ জোসনা, স্বামী মোঃ জাকির আকন, সদস্য নং-১৮৬।
১২) মোসাঃ লাইলী, স্বামী মোঃ চাঁন মিয়া, সদস্য নং-৩৬৬।
১৩) মোসাঃ সুখী, পিতা মোঃ মসলেম, সদস্য নং-২৩২।
১৪) মোসাঃ আলেয়া, স্বামী মোঃ মোতালেব, সদস্য নং-২৩৩।



## পাবসসের কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতা

চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার ডলুমোহর খিল খাল পাবসসে পেঁপে ও ধানের বীজ বিতরণ অনুষ্ঠান।

চট্টগ্রাম জেলাধীন ফটিকছড়ি উপজেলার ডলুমোহর খিল খাল উপ-প্রকল্প এলাকায় পরপর দু'বার আকস্মিক বন্যার ফলে আমন ফসলের এবং উঠতি শাক-সব্জির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সহায়তাদানের জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের একটি তালিকা তৈরী করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়। ২৫০ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি করে উন্নত জাতের বোরো ধানের বীজ, ডালের বীজ এবং সরিষার বীজ বিতরণ করা হয়। পরে প্রত্যেক কৃষককে সার বিতরণ করা হবে। বীজ বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোস্তফা কামাল মজুমদার। বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব আবুল কাসেম, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব শাহ আলম শিকদার, প্রকল্পের সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর জনাব মোঃ কবির হোসেন খান। উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় পাবসসের পাঁচজন সদস্যকে কমলা চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

## মেহেরপুর জেলার গোমরা বিল উপ-প্রকল্পে মৎস্য চাষ

গত জুলাই-আগষ্ট ০৭ ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে সমগ্র প্রকল্প এলাকা প্লাবিত হয়। আর এই সুযোগটাই কাজে লাগায় গোমরা বিল পাবসস লিঃ এর নিয়মিত সদস্যবৃন্দ। বর্ষা মৌসুমে পাবসস এর আমন্ত্রণে উপজেলা ও জেলা মৎস্য অফিসার প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং পাবসস সদস্যদের মৎস্য চাষের বিষয়ে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পরামর্শ অনুযায়ী ৩০ আগষ্ট, ২০০৭ গোমরা বিল উপ-প্রকল্পের প্লাবিত এলাকায় পাবসস এর নিজস্ব অর্থায়নে এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব কাজী মিজানুর রহমান ও জেলা মৎস্য অফিসার মোঃ আক্তারুজ্জামান এর উপস্থিতিতে প্রায় ১,৫০,০০০ টাকার মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। উক্ত প্রকল্প এলাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকার মাছ আহরিত হয়েছে। মাছের বিক্রয়লব্ধ টাকা সকল সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে শেয়ার অনুপাতে বন্টন করা হবে। গোমরা বিল পাবসস ইতিমধ্যে ক্ষুদ্রঋণেও ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। সমিতির সদস্যদের মধ্যে ৯,৬৯,০০০ টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে গত এক বছরে ৯১,১৬৫ টাকার মুনাফা অর্জন করেছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ পাবসস এর নিজস্ব অফিসে সদস্যদের মধ্যে মোট মুনাফা থেকে ৫০,০০০ টাকা লভ্যাংশ আকারে বিতরণ করা হয়েছে।

গোমরা বিল পাবসস সদস্যদের মৎস্য অবমুক্তকরণ দৃশ্য।

## ম্যানিলার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে পাবসস-এর মহিলা সদস্যের অংশগ্রহণ

গত ১২ অক্টোবর ২০০৭ এ ম্যানিলা ও বাংলাদেশে অবস্থিত এডিবি অফিস একটি ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করে। উক্ত কনফারেন্সে ধামরাই উপজেলাধীন আলমখালী পাবসস-এর সদস্য সাজেদা বেগম এবং এই প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মী জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের জেন্ডার বিশেষজ্ঞ মিসেস শাহনাজ ইসলাম, এডিবি'র জেন্ডার অফিসার মিসেস ফেরদৌসি বেগম ও মিসেস রোকেয়া খাতুন অংশগ্রহণ করেন। ম্যানিলাতে এই প্রকল্পের

সাজেদা বেগম

মোঃ আওলাদ হোসেন

প্রকল্প পরিচালক জনাব বশির উদ্দিন আহমেদ ও ম্যানিলায় অবস্থিত এডিবি'র কর্মকর্তাবৃন্দ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প পরিচালক এ প্রকল্পে জেন্ডার কিভাবে মূলধারার সাথে সংযুক্ত হচ্ছে তা বর্ণনা করেন এবং প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ক অগ্রগতি তুলে ধরেন। পাবসস-এর সদস্য সাজেদা বেগম এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে কি ধরণের উপকার পেয়েছেন তা আলোচনা করেন। তিনি ২০০৪ সালে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে (পাবসস) যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ যেমন- মৌলিক ব্যবস্থাপনা, সবজি চাষ, নারী-পুরুষ সমতা সংক্রান্ত বিষয়াদি, হাঁস-মুরগীর টিকাদান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। হাঁস-মুরগীর টিকার প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি এলাকায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাঁস-মুরগীর টিকা দিচ্ছেন এবং আয় করছেন। পাবসস-এ যুক্ত হওয়ার পর তিনি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হয়েছেন এবং পাবসস-এ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

## পাবসসের কৃষি কার্যক্রমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতা

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার দামুস মাথাভাঙ্গা উপ-প্রকল্পে রেগুলেটর নির্মাণ ও খাল খননের ফলে শস্য বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানে এখন বাড়তি ফসল হিসেবে সরিষার আবাদ করা হয়। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে দামুস বিলে প্রতি বছর মাথাভাঙ্গা নদী থেকে বন্যার পানি প্রবেশ করত এবং বিল থেকে মাথাভাঙ্গা নদী পর্যন্ত সংযোগ খালটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রায় ৩০০ একর জমি জলাবদ্ধ থাকত। ফলে সারা বছর শুধু বোরো মৌসুমে ধান চাষ করা যেত। বন্যার পানিতে আমন ধান ডুবে যেত।

দামুশ মাথাভাংগা পাবসস এর সম্পাদক তার নিজস্ব জমিতে বিনাচাষে বীজ ছিটিয়ে সরিষা আবাদ করেছেন।

বিল সংলগ্ন এলাকার পানি দেরীতে নিষ্কাশনের ফলে বোরো ফসলও ভাল হতো না। বর্তমানে অবকাঠামো নির্মাণ ও খাল পুন:খননের ফলে বন্যার পানি খুব দ্রুত নিষ্কাশিত হয়ে যায় এবং বন্যার সময় অতিরিক্ত পানি প্রবেশ না করায় বছরে ৩টি ফসল চাষ করা যায়। এগুলো হলো রোপা আমন, সরিষা ও পাট। প্রায় ৫০ একর জমিতে চাষ না করে আশ্বিন মাসের শেষের দিকে মাটিতে জো আসলে আমন ধানের জমিতে আমন ধান থাকা অবস্থায় স্থানীয় জাতের সরিষা ছিটিয়ে বোনা হয়। পরে আমন ধান কেটে নিলে মাঠে সরিষা থেকে যায়। এভাবে বিনা চাষে সরিষা আবাদ হচ্ছে। এর ফলন হচ্ছে প্রতি একরে ৩৫০ কিলোগ্রাম। এছাড়া প্রায় ১০০ একর জমিতে চাষ করে উফশী জাতের সরিষা (টরি-৭, বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১১) ও সবজি উৎপাদন করা হয়। ফলন প্রতি একরে প্রায় ৮৫০ কিলোগ্রাম। কৃষি ফ্যাসিলিটেটর মোঃ মুরাদ হোসেন এবং উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সার্বিক সহযোগিতায় উপ-প্রকল্প এলাকায় আধুনিক সরিষা চাষসহ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কৃষি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। এছাড়া কৃষি উপ-কমিটি সার্বিকভাবে উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা পশু সম্পদ অফিস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন ধরণের কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করে উপকারভোগী কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। এছাড়া মেহেরপুর জেলাধীন দামুশ মাথাভাঙ্গা উপ-প্রকল্পসহ গোমরা উপ-প্রকল্প, কাটাখালী উপ-প্রকল্প ও চেচনিয়া উপ-প্রকল্প এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় মোট ১৪টি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। চাষী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে উফশী জাতের ধান, গম, সরিষা ও পিঁয়াজের উপর এই সমস্ত প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও ড্রাম সিডার সরবরাহ করছে।

## উপ-প্রকল্প এলাকায় বন্যা ও সিডর-এ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও পশুসম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতা

২০০৭ সালের বন্যা ও সিডর-এ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ৩৩টি উপ-প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সমস্ত উপ-প্রকল্পে প্রায় ৪৩২০ জন কৃষককে কৃষি সম্প্রসারণ ও পশুসম্পদ অধিদপ্তর প্রায় ১৭ টন শস্য বীজ, ১০৩ টন সার, ৫০০০টি সবজি চারা ১৫৪ কেজি পশুখাদ্য সরবরাহ এবং ৯১১টি গরু, ছাগল ও হাঁসকে টিকা দিয়ে সহযোগিতা করে।

এছাড়া বরিশাল বিভাগে ঘূর্ণিঝড় সিডর-এ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা কৃষি অফিস থেকে গত ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে ১৪টি উপ-প্রকল্পে উন্নত জাতের ধান ও সবজি বীজ প্রদান করা হয়। এই বীজ চাষের জন্য পরবর্তীতে সারও প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে পশুসম্পদ অধিদপ্তর থেকে গো-খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। বরিশাল জেলার পাত্রীশিবপুর, জাম্বুদ্বীপ ও কচুয়া; ঝালকাঠি জেলার নবগ্রাম ও গালুয়া; পিরোজপুর জেলার শ্রীরামকাঠি; পটুয়াখালী জেলার ধুলিয়া ও দেউলি-সুবিদখালী; এবং ভোলা জেলার ফরাজগঞ্জ, চরসখিনা, লেঙ্গুটিয়া, টবগী, পাকশীয়া এবং বাটামারা উপ-প্রকল্পসমূহে ১,৩৬০ জন কৃষককে প্রতিজনকে এক বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে চলতি বোরো মৌসুমে চাষের জন্য পাঁচ কেজি উফশী জাতের ব্রি২৯ ধানের বীজ এবং ২৫ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি টিএসপি ও ১২ কেজি এমপি সার বিতরণ করা হয়। ৫২৪ জন কৃষকের প্রতিজনকে এক বিঘা জমিতে চাষের জন্য দুই কেজি হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ এবং ৩৫ কেজি ইউরিয়া, ১৫ কেজি টিএসপি ও ১৭ কেজি

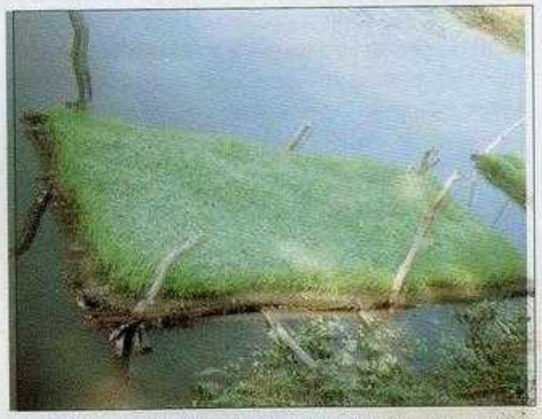

ভাসমান বীজতলা, শ্রীরামকান্দি উপ-প্রকল্প, উপজেলা মধুখালী, জেলা ফরিদপুর।

এমপি সার দেয়া হয়। ৪৮৬ জন কৃষকের প্রতিজনকে ৩ শতাংশ জমিতে চাষের জন্য সাত জাতের শাকসবজি বীজ এবং ৩৯০ জন কৃষককে দানাদার গো-খাদ্য প্রদান করা হয়। এর আগে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পসমূহের পাবসস কৃষি উপ-কমিটি ঘূর্ণিঝড় সিডর-এ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারসমূহের তালিকা তৈরী করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্থানীয় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে উপজেলা কৃষি অফিসে পেশ করে। সরবরাহকৃত কৃষি উপকরণের মধ্যে মোট বীজের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ টন ও সারের পরিমাণ ছিল ৯৯ টন।



## পাবসস এর ১৯তম মৌলিক সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নবগঠিত পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের সমিতি পরিচালনায় সমবায়ের বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে সমবায় আইন ও বিধিমালা ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

রংপুর আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের জন্য আয়োজিত মৌলিক সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আর কে এম মকবুল আলম।

৩১ ডিসেম্বর ২০০৭-এর শেষের তিনমাসে খুলনা, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, রংপুর ও ফেনীর আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে মোট ১৯টি ব্যাচে ৩৮টি পাবসস এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের "মৌলিক সমবায় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক ৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সমবায় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক যেমন, সভা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য, অফিস পরিচালনা, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের চতুর্থ দিনে প্রশিক্ষণার্থীদের ফিল্ড ভিজিটে একটি সফল সমবায় সমিতিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে কলমে সর্ববিষয়ে অবহিত হন। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী ও সমাপণী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার, জেলার ডেপুটি কমিশনার, এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীসহ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফেনী আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে মৌলিক সমবায় ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করছেন ফেনীর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল হুদা।

এতদ্ব্যতীত, সমিতি পর্যায়ে ১২টি সদস্য শিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সাধারণ সদস্যবৃন্দ উৎসবমুখর পরিবেশে এতে যোগদান করেন। এ সব প্রশিক্ষণ ছাড়াও সমিতি নিবন্ধনের পূর্বে সমিতির উপ-আইন প্রণয়ন সম্পর্কে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লাতে অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় আইন ও বিধিমালার ভিত্তিতে উপ-আইন প্রণয়ন সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজ নিজ সমিতির উপ-আইন প্রণয়নে প্রশিক্ষণার্থীগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আশা করা যায়।

ফেনীর আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে ৯ ডিসেম্বর ২০০৭ হতে ১৩ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৫দিন ব্যাপী ২টি পাবসস-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য মৌলিক সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১৯তম প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপণী অনুষ্ঠানে অতিথি/রিসোর্স পারসন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি ফেনীর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা, জেলা সমবায় অফিসার, কুমিল্লা জনাব কাজী মেজবাহ উদ্দিন আহাম্মদ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লার অধ্যাপক জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার।

## বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৭ থেকে ৩ জানুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত ০৫ দিনব্যাপী "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটিতে ফরিদপুর জেলার মধুখালী ও বোয়ালমারী উপজেলার মেগচামী ও ফলিয়ার বিল পাবসসের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ, প্রকল্পের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপজেলা পর্যায়ের সমবায় ও কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউপি সদস্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটি অনুষ্ঠিত হওয়ায় পাবসস নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষতা ও সম্যক ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের সুযোগ-সুবিধাগুলি, প্রকল্প পর্যায়ে কাজে লাগিয়ে পাবসস কর্মকর্তাগণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। সর্বোপরি প্রশিক্ষণ কোর্সটি অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

## ঘূর্ণিঝড় সিডর দুর্গত এলাকার মানুষের জন্য চুয়াডাঙ্গায় ত্রাণতৎপরতা

চুয়াডাঙ্গার নবগঙ্গা খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেডের উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' আক্রান্ত এলাকার মানুষের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রাণের চেক প্রদান করা হয়। সাবেক কোষাধ্যক্ষ জোনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হাফিজুর রহমান। শেষে দুর্গতদের জন্য জেলা প্রশাসকের হাতে নগদ ২০ হাজার টাকার চেক ও ১ হাজার পিস পুরানো কাপড় তুলে দেন সমিতির সভাপতি শাহামিনা বেগম, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী।

নবগঙ্গা পাবসস এর পক্ষ হতে সিডর দুর্গত এলাকার মানুষের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে চেক তুলে দিচ্ছেন।

## দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ট্রাস্টের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ১০০টি উপ-প্রকল্প নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু করে। ৩০ জুন ২০০৬ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল উপ-প্রকল্প এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যতা হ্রাসসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। মেয়াদান্তে এ ঋণ ক্রমান্বয়ে পরিশোধিত হচ্ছে। এ ঋণ কার্যক্রম সফল হয়েছে মর্মে ইতোমধ্যে বিবেচিত হয়েছে। সেই দিক বিবেচনায় রেখে ট্রাস্ট গঠনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইন (Act-xxi of 1860) এর আওতায় Livelihood improvement Turst গঠনের অনুমোদন প্রদান করেছেন এবং পাশাপাশি যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর নামের ছাড়পত্র প্রকাশপূর্বক নিবন্ধনের জন্য স্মারক ও গঠনতন্ত্র দাখিলের জন্য পত্র প্রেরণ করেছে। সে মোতাবেক ট্রাস্ট গঠনের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সাথে জড়িত থেকে এ ট্রাস্ট তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। বর্তমানে এলআইএফ তহবিলের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। এলআইএফ তহবিলের সমুদয় টাকা ট্রাস্টের প্রাথমিক তহবিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি উৎপাদনমূলক কার্যক্রমের প্রসার ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং নারীর ক্ষমতায়ন ট্রাস্টের অন্যতম লক্ষ্য।

## পাবসস দারিদ্র্য হ্রাসকরণ সভা

দোষড়পাড়া-কয়রাখোলা উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা বই অনুমোদন সভায় উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা বইয়ের সার্বিক বিষয়ের উপর মন্তব্য করেন মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ এনামুল হক। তিনি দোষড়পাড়া-কয়রাখোলা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ এর বাৎসরিক (নভেম্বর/২০০৭-অক্টোবর/২০০৮) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুমোদনে সম্মতি প্রদান করেন এবং এর বিভিন্ন অধ্যায়ের যে সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে, এলাকার দরিদ্র শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী দেখা যায় অত্র এলাকায় দারিদ্র্যের হার বেশী। তাই আগামীতে সরকারের খাস জমি বন্টন এর সময় সমিতির আওতাভুক্ত গ্রামগুলোতে বসবাসরত ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে তিনি উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেন।

গত ১২ নভেম্বর মুন্সিগঞ্জ জেলার দোষড়পাড়া-কয়রাখোলা পাবসসের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নড়াইল জেলার মধুরঘড়িয়ার পাবসস এর বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা সমবায় কর্মকর্তা জনাব হান্নান মাহমুদ। পাশে উপস্থিত আছেন সহকারী প্রকৌশলী, সোসিও-ইকোনমিষ্ট ও সোসিওলজিষ্ট।



## পাবসস সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি বিষয়ক চতুর্থ ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি বিষয়ক চতুর্থ ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা (অক্টোবর-ডিসেম্বর) সভা গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে মেহেরপুর এলজিইডি'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত মোট ১৩টি পাবসস এর সভাপতি/সম্পাদক ও হিসাব রক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী এবং জেলা ও উপজেলা সমবায় অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যালোচনা সভায় মেহেরপুর জেলার যৌথ বাহিনীর লেঃ মোঃ ইমতিয়াজ ইবনে সিরাজ উপস্থিত ছিলেন। পাবসস এর কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি মেহেরপুর সবচেয়ে ভাল পাবসসকে পুরস্কার প্রদানের পূর্ব সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গোমরা বিল পাবসসকে সর্বশ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এর সম্পাদকের নিকট পুরস্কার তুলে দেন যৌথ বাহিনীর লেঃ মোঃ ইমতিয়াজ ইবনে সিরাজ। উপস্থিত সমবায় কর্মকর্তাগণ গোমরা বিলসহ অন্যান্য পাবসসকে আরো সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গোমরা বিল পাবসস এর সেক্রেটারীর হাতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অত্র জেলার যৌথ বাহিনীর লেঃ মোঃ ইমতিয়াজ ইবনে সিরাজ। পার্শ্বে দন্ডায়মান নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব কাজী মিজানুর রহমান ও উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ শাহজাহান আলী।

## উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের উপর পাংশায় বিজ্ঞান মেলা

রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলায় দেশে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের উপর ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সময়ে দুই দিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলা পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পাংশা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব কামাল উদ্দিন বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনাব মাহফুজুর রহমান জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী মেলার উদ্বোধন করেন। মেলায় বিশেষ অতিথি ছিলেন এলজিইডি রাজবাড়ীর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল। বিজ্ঞান মেলায় প্রদর্শনীর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অধিদপ্তর ও সাইন্স ল্যাব এর ৩০টি স্টল খোলা হয়। তন্মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাংশা, রাজবাড়ী স্টলটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এলজিইডি স্টলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর মডেল প্রদর্শন করা হয়। যেমন, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, গ্রামীণ সড়ক, ব্রীজ, কালভার্ট, প্রাইমারী স্কুল, গ্রোথ সেন্টার ও আশ্রায়ণ প্রকল্পের মডেলসহ কম্পিউটারে ইন্টারনেটের ব্যবহার ও সুবিধাদি দেখানো হয়।

শ্রেষ্ঠ ষ্টল পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

মেলার সমাপণী দিবসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব আব্দুল হামিদ ও পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এ আর মাহমুদুল হক বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং বিচারকদের দৃষ্টিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাংশা, রাজবাড়ীর স্টলটিকে প্রথম হিসাবে ঘোষণা দেন। উপ-সচিব জনাব আব্দুল হামিদ এর নিকট থেকে পাংশা উপজেলা প্রকৌশলী জনাব বিজন কর্মকার পুরস্কার ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন।

## প্রথম পর্যায়ের নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষণ কোর্স

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে (১৯৯৬-২০০২) ২৮০টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠিত হয়েছে। নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দের পাবসস এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় পাবসস এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় পাবসস এর নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দকে পাবসস এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য গত ১১ ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনসমূহে পাবসস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে, পাশাপাশি ওএন্ডএম, কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ফরিদপুরে নব নির্বাচিত পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স।